মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা

আমাদের সমাজে কিছু নামধারী মুসলিম আছেন যারা বাস্তব জীবনে ইসলামী অনুশাসন পছন্দ করেন না। বরং মাঝে মাঝে ইসলাম ও ইসলামী বিধান নিয়ে ব্যঙ্গ, উপহাস ও ঠাঠ্ঠা-মশকারা করে থাকেন। তথাপিও তারা মুসলিম হিসাবে পরিচিত।

নন-প্রাক্টিসিং= তাদের দৃষ্টিতে মুসলিম দুই প্রকার। প্রাক্টিসিং ও নন-প্রাক্টিসিং। তারা নিজেকে নন-প্রাক্টিসিং মুসলিম হিসাবে পরিচয় দিয়ে তৃপ্তি পান।

স্বঘোষিত নন-প্রাক্টিসিং মুসলিমদের অনেকেই আবার ইসলাম বিদ্বেষী। ইসলামের নাম শুনলে এদের গাত্রদাহ শুরু হয়। এদের কেউ কেউ প্রকাশ্যে ইসলাম বিদ্বেষী হলেও অনেকেই বিষয়টি গোপন রাখার চেষ্টা করেন।

ইসলামী বিধানঃ ইসলামী বিধানে মুসলিম মুসলিমই। ইসলামী বিধান মতে মুসলিম হতে হলে অবশ্যই প্রাক্টিসিং হতে হয়। নন-প্রাক্টিসিং মুসলিম বলে ইসলামে কিছুই নাই। এব্যাপারে ইসলামের বাণী একদম পরিষ্কার। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পন করে বাস্তব জীবনে পরিপূর্ন ভাবে ইসলামী বিধান মেনে চলে সে মুসলিম। আর যে অন্যথা করে সে কাফির। ইরশাদ হচ্ছেঃ

মুঅমিনগণ! পরিপূর্ন ভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। (বাস্তব জীবনে কিছু ইসলাম আর কিছু অন্যথা করে) শয়তানের পদাংক অনুকরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (২ বাক্কারাহঃ ২০৮)

বহু মাত্রিকঃ আমাদের সমাজে যারা কিছু ইবাদাত বন্দেগী করেন এবং নিজেকে প্রাক্টিসিং মুসলিম হিসাবে পরিচয় দেন তাদের জীবন ধারা আবার দুই ধরনের। বহু মাত্রিক ও এক মাত্রিক।

স্বঘোষিত প্রাক্টিসিং মুসলিমদের অনেকেই বহু মাত্রিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাদের কিছু কাজ মুসলিমের মত আর কিছু অমুসলিমের মত। এক সাথে একাধিক আদর্শ, অনেক মতবাদ, একাধিক বিধান ও বহু নীতি গ্রহণ করার কারনে আসলে তারা নীতিহীন হয়ে পড়েছেন। ফলে তাদের জীবনটা হয়ে গেছে ইসলাম ও কুফরের সংমিশ্রণ।

তারা ব্যক্তিগত কিছু উপাসনায় ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেন এবং মনে করেন মুসলমান হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। জীবনের কিছু কিছু ব্যাপারে সীমিত পরিসরে ইসলামী অনুশাসন মেনে নিলেও পরিবার, সমাজ, ব্যবসা-বানিজ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তারা অন্য বিধান মেনে চলেন।

আসলে এরাও ইসলাম বিদ্বেষী। এই শ্রেণীর লোকজন প্রকাশ্যে বিরোধিতা না করলেও কলে কৌশলে ইসলাম ও শারীয়া'হ বিরোধীতায় এরাও কম নয়। তারা নিজেকে মডারেট বা প্রগতিবাদী মুসলিম হিসাবে পরিচয় দিয়ে বড় আনন্দ পান এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠায় বাঁধার সৃষ্টি করেন।

পরিণতিঃ যারা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠায় বাঁধার সৃষ্টি করে তাদের অবস্থা বড় ভয়াবহ। তাদের তরে জাহান্নাম। ইরশাদ হচ্ছেঃ

যারা আমার বিধান (প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে) ব্যর্থ করে দেবার চেষ্টা করে তাদের তরে যান্ত্রনাদায়ক লাঞ্ছনার আযাব। (২২ হাজ্বঃ ৫১)

যারা আমার বিধান (প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে) ব্যর্থ করে দেবার চেষ্টা করে তারা জাহান্নামী। (৩৪ সাবাঃ ৫)

যারা আমার বিধান (প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে) ব্যর্থ করে দেবার চেষ্টা করে তাদেরকে আযাবে (জাহান্নামে) হাজির করা হবে। (৩৪ সাবাঃ ৩৮)

ইসলামী বিধানঃ মুসলিম হতে হলে ইসলামের সবকিছু মেনে নিতে হয়। ইসলামের কোনো বিষয় (আংশিক বা পূর্নাঙ্গ) না মানলে মুসলিম হওয়া যায় না। যারা জীবনের কিছু ক্ষেত্রে ইসলাম আর কিছু ক্ষেত্রে অন্য বিধান মেনে চলেন তারা মুসলিম নয়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু মানো আর কিছু মানো না? তোমাদের (মুসলমানদের) যারা এমন করে তাদের পরিণতি দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর আখেরাতে কঠিন আযাব। আল্লাহ বেখবর নন তোমাদের কাজ সম্পর্কে। (২ বাক্কারাহঃ ৮৫)

ভেজালঃ আমাদের বর্তমান সমাজ পূর্ন ভেজাল যুক্ত একটি বহুমাত্রিক সমাজ। কুফর ও নিফাকের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সমাজে সংখ্যায় কম হলেও কিছু মানুষ বিশ্বাস করেন ইসলাম একটি পরিপূর্ন জীবন বিধান। তারা জীবনের আদর্শ হিসাবে ইসলামকে বেছে নিয়ে নীতিগত ভাবে ইসলামী বিধান মেনে নিয়েছেন। যদিও নানা প্রতিবন্ধকতার কারনে অনেক কিছুই বাস্তবায়ন করতে পারেন না।

যারা বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধান মেনে চলতে আগ্রহী তাদের জীবন ধারা আবার দুই ধরনেরঃ ভেজাল যুক্ত আর ভেজাল মুক্ত।

আমাদের সমাজের অনেক মানুষ ইসলাম বা ইবাদাত মনে করে যা করেন বা করে যাচ্ছেন এর অধিকাংশই ভেজাল। এবং এর পিছনে অনেক কারন ও বিদ্যমান। যেমনঃ

- ভেজাল শিক্ষা গ্রহণ
- ভেজাল উৎস থেকে শিক্ষা গ্রহণ
- ভেজাল মানুষ থেকে শিক্ষা গ্রহণ
- ভেজাল পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ
- ভেজাল মানুষের অনুকরণ।

ইত্যাদি নানা করনে তাদের জীবনটা ভেজালে পরিপূর্ন হয়ে উঠেছে। তারা ভেজালের সাথে এমন ভাবে জড়িয়ে পড়েছেন যে শুধু ভেজালই তাদের ভাল লাগে। সঠিক কথা বা সঠিক পথ তাদের কাছে অসহনীয় মনে হয়।

ইসলামী বিধানঃ আল্লাহর আমাদেরকে যে দ্বীন দিয়েছেন ইহা পরিপূর্ন খাঁটি ও নির্ভেজাল। আল্লাহর কিতাব নির্ভেজাল, রাসূল নির্ভেজাল। সুতরাং আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হলে আমাদের ঈমান, ইসলাম, ইবাদাত ইত্যাদি সবকিছু নির্ভেজাল হতে হবে। ভেজাল ঈমান, ভেজাল দ্বীন বা ভেজাল ইবাদাত আল্লাহর কাছে গ্রহণ যোগ্য নয়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

অথচ তাদের আদেশ দেয়া হয়েছিল যেন ভেজাল মুক্ত দ্বীন (বিধান) মেনে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর দাসত্ব করে, সালাত কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে। ইহাই প্রতিষ্ঠিত বিধান। (৯৮ বায়্যিনাতঃ ৫)

উল্লেখিত আয়াত থেকে বুঝা গেল আল্লাহর দাসত্ব করতে হবে ভেজালমুক্ত থেকে একাগ্র চিত্তে। অন্যথায় ইহা অর্থহীন হয়ে যাবে। আমাদের সমাজের অনেক মানুষ ভেজাল যুক্ত হলেও কিছু মানুষ ভেজাল মুক্ত থেকে সঠিক ভাবে দ্বীন পালনের চেষ্টা করছেন এবং করে যাচ্ছেন।

উদাসীনঃ যারা ইসলামকে পরিপূর্ন জীবন বিধান মনে করেন এবং ভেজাল মুক্ত থাকার চেষ্টা করেন তাদের জীবন ধারা আবার দুই ধরনের। উদ্যমী আর উদাসীন।

যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠায় উদাসীন তাদের অনেকেই পীর-মুরিদী, খতম, সিন্নী, তাবিজাতী ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আর কেউ কেউ মাদরাসাহ, মসজিদ, ওয়াজ-নসিহত, তাবলীগ সহ কিছু সামাজিক কাজে জড়িত হয়ে ইহাকেই যথেষ্ট মনে করে আত্মতৃপ্তিতে ভোগছেন। অথচ আসলে এসব যথেষ্ট নয়। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে আরো অনেক কিছু করতে হবে।

ইসলামী বিধানঃ সাধ্যমত দ্বীন প্রতিষ্ঠার মেহনত করা মুসলমানদের নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সবাইকে সাধ্যমত মেহনত করতে হবে। যারা দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মেহনত করে না তারা ঈমানী দায়িত্ব পালন করেনি। তাই তাদের অবস্থা বড় ভয়াবহ। অবস্থা ভেদে তারা মুনাফিক পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

আল্লাহ তোমাদের জীবন বিধান হিসাবে নির্ধারন করেছেন এই দ্বীন। যে আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন নূহকে। এই (আদেশ সম্বলিত) ওহী দিয়েছি তোমাকে। এবং একই আদেশ দিয়ে ছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে। (আর ইহা হল) তোমরা (ঐক্যবদ্ধ ভাবে) দ্বীন কায়েম কর, পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না। তোমরা যে বিষয়ে (ইসলামী বিধান মেনে নিতে) মুশরিকদের আহবান করছ তাদের জন্য ইহা বড় কঠিন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর দিকে ধাবিত করেন এবং যাকে খুশী পরিচালিত করেন সঠিক পথে। (৪২ শুরাঃ ১৩)

দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূল সাঃ ও সাহাবাগণ অনেক মেহনত করেছেন, যুদ্ধ করেছেন। তখনকার দিনে যুদ্ধে না যাওয়াকে মুনাফিকী হিসাবে দেখা হত। এব্যাপারে সূরাহ মুহাম্মাদ, তাওবাহ, আনফাল, আল-ইমরান সহ অনেক সুরাতে শতশত আয়াত বিদ্যমান।

রাসূল সাঃর জীবদ্দশায়ই প্রায় ৯০টি যুদ্ধ পরিচালিত করেছেন। রাসূল সাঃর পর এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছিলেন সম্মানিত খালীফাহগণ। তারা ইসলামকে বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়ে ছিলেন।

কিন্তু হতভাগা আমরা। রাসূল সাঃ ও সাহাবাদের রক্তে গড়া খিলাফাহ আমরা ধরে রাখতে পারিনি। ১৯২৪ ঈসায়ী সনে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের কাছে পরাজিত হয় মুসলিম জাতি। আর এরই মাধ্যমে ধ্বংস করা ইসলামী খিলাফাহ।

বাতিলের অবস্থানঃ এপর্যন্ত যেসব মুসলিমের কথা বলা হল এদের নিয়ে ইসলামের শত্রুদের তেমন মাথা ব্যাথা নাই। বরং ক্ষেত্র বিশেষে তারাও এদের সমর্থন করে, সাহায্য করে। এবং সময়ে এরাও তাদের সাথে মিলে মিশে কাজ করে।

নানা পদ্ধতিঃ যারা দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা করেন তাদের সকলের পন্থা ও পদ্ধতি আবার এক নয়। যেমনঃ

ক. কিছু মানুষ এজন্য গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে বেছে নিয়েছেন। কেউ কেউ রাজনৈতিক পলিসি হিসাবে ইহাকে ব্যবহার করলেও অনেকে আদর্শ হিসাবেই মেনে নিয়েছেন। যারা এমন করেন ইসলাম বিদ্বেষীদের কাছে তারা মৌলবাদী, ধর্মান্ধ ইত্যাদি নামে পরিচিত।

খ. আবার কিছু মানুষ বেছে নিয়েছেন গণ-বিপ্লবের পথ। এবং দেশে দেশে গন-বিপ্লবের লক্ষ্যে জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। যারা এমন করেন ইসলাম বিদ্বেষীদের কাছে তারা বিপ্লবী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, সমাজ বিরোধী ইত্যাদি নামে খ্যাত।

গ. একদল মুসলিম আবার যুদ্ধের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্টার পথ বেছে নিয়েছেন। বাতিল পন্থীদের কাছে এদের দোষ ও মন্দ উপাধির অন্ত নাই।

আঞ্চলিক ও বৈশ্বিকঃ যেসব মুসলিম নানা ভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার মেহনত করে যাচ্ছেন। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আবার এক নয়। কিছু মানুষ আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদকে মেনে নিয়ে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কাঠামো ঠিক রেখে নিজ নিজ দেশে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে চান। আর কেউ কেউ বিশ্বব্যাপী দ্বীন প্রতিষ্টার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছেন।

দ্বীন প্রতিষ্টায় সংগ্রাম কারীদের কেউ কেউ আবার নানা দেশের, সরকারের বা সংস্থার এজেন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছেন বলে আলামত পাওয়া যায়। আর কেউ কেউ স্বাধীন ভাবে নিজেদের এজেন্ডা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন বলে বুঝা যায়।
বর্তমানে এসব দল, সংঘঠন ও কর্মসূচী নিয়ে এত বেশী ধুম্রজাল সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হচ্ছে যে, কে সঠিক আর কে বেঠিক ইহা স্পষ্ট করে বলা খুবই কঠিন।

পর্যালোচনাঃ প্রথমেই আমাদেরকে নিজের অবস্থান খতিয়ে দেখতে হবে। আমাদের মাঝে যেসব ভুলভ্রান্তি আছে ইহা শুধরাতে হবে। তারপর সঠিক উৎস থেকে জ্ঞান আহরণ করে সঠিক নীতিমালা মেনে দ্বীন বুঝতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে।

মনে রাখতে হবে মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর দাসত্ব করা। তাই আমাদেরকে আল্লাহর দাসত্বের সঠিক নিয়ম নীতি ও সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে নিতে হবে। আর এমন হতে পারলে আশা করি সঠিক পথে চলা আমাদের জন্য সহজ হবে।